SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

বৈদিক যুগীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

Dilip Murmu
M.Phil., Dept. of Sanskrit
The University of Burdwan, Purba Bardhaman, West Bengal, India
Email: dmurmudhamua@gmail.com

Abstract: এই প্রতিবেদনে ঋক বৈদিক সাহিত্যগুলি থেকে বৈদিক যুগের যে অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানা যায়, সেই সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে একটি সম্ভাব্য চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বৈদিক যুগের সমাজ ও পরিবার গুলিতে আর্থিক চাহিদা মেটাতে কি কি উপায় অবলম্বন করতো, তাঁর একটি সম্যক্ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।এছাড়াও এই প্রবন্ধে বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক উৎস, জীবিকা, উপার্জন পদ্ধতি, কৃষি কর্ম, পশু পালন, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৎকালীন সময়ে ব্যবসা বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা ও পণ্যের বিষয়েও ধারনা দেওয়া হয়েছে। বৈদিক কালীন সময়ে কোন কোন পশু পালন করা হতো সেই সমস্ত গবাদি পশুদের নাম উল্লিখিত হয়েছে। গৃহপালিত পশু ও বন্য পশুর কথাও বলা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে দেখনো হয়েছে যে ঋক্ বৈদিক যুগের পেশাগত ভাবে মানুষের শ্রেণি বিন্যাশ করা হতো। পেশা বা জীবিকা অনুযায়ী নামকরণ করা হতো। পরবর্তী কালে তাঁরাই এক একটা গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। সেই সময়ের কৃষি কর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি বৈদিক যুগের বিভিন্ন সার প্রয়োগের কথাও জানা যায়। ধান ছাড়াও অন্যান্য ফসলের নামও আমরা জানতে পারি। আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্য বিষয়েও আলোচনা রয়েছে। প্রাচীন বৈদিক কাল থেকেই বহির্দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল তাও এই প্রতিবেদনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিনিময় অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিক আদান প্রদানের ব্যবস্থা কি রূপ ছিল সেই বিষয় গুলো তুলে আনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন মুদ্রার নামও জানা যায়। তৎকালীন যুগের ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যম সম্পর্কে জানা যায়।

Keywords: তক্ষক, কর্মার, ভিষক, কৃষন্তঃ, বপন্তঃ

ভুমিকাঃ

আধুনিক ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির আকর গ্রন্থ হল প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যগুলি। বর্তমান সমাজ জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, ধর্মীয় জীবন এমনকি দৈনন্দিন জীবনে প্রাচীন সাহিত্যগুলির অবদান কোন অংশে কম নয়। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদ। এই চতুর্বেদ থেকে আমরা বৈদিক জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে জানতে পারি। এই বৈদিক সাহিত্য গুলিতে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিপুল সংখ্যক তথ্যের সমাবেশ রয়েছে। প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ অন্তঃরেন্দ্রিয়ের সহযোগে বেদ মন্ত্রকে দর্শন করেছেন। দিব্য দৃষ্টি দিয়ে পরমেশ্বরের মুখ নিঃসৃত বেদ বচনকে আতস্থ করেছেন। আর সেই অপৌরুষেয়, নিত্য, অখণ্ড, শাশ্বত বেদ বাক্য রাশি ঋষি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে আজ সমগ্র জগত জুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বেদ মন্ত্র সমূহ শুধু যে ধর্মীয় জীবনে প্রভাব ফেলেছে তা নয়, আধ্যাত্মিক জীবনেও বেদ বিপুল ভাবে সমাদ্রিত। বেদেই জাগ্রত হয়েছে আদিম আধ্যাত্মিক চেতনা, দার্শনিক মনোভাব। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই জ্ঞানের ভাণ্ডার রূপে বেদকে বিশেষিত করা হয়। তাই বেদ হল অখিল জগতের জ্ঞানের খনি। যেখান থেকে সমগ্র পৃথিবীর মহাপুরুষ, মহান পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ জ্ঞান আরোহণ করে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। সেই আদি কাল থেকেই বেদকে আশ্রয় করে মানব জাতি আধ্যাত্মিক শুদ্ধতাকে গ্রহণ করে অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করে পবিত্রতা অর্জন করে থাকে। প্রাচীন

বৈদিক যুগের সামাজিক অবস্থা, রীতিনীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাই স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এমন কি বৈদিক জাতির দৈনন্দিন জীবন যাত্রা কেমন ছিল তা একমাত্র বেদ থেকেই জানা যায়। বৈদিক সমাজের প্রভাব বর্তমান সমাজ দর্পণে সচ্ছ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয়রা বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে আসছে বা এখনও মন্ত্র উচ্চারনের সহিত পূজা-অর্চনা, যাগ-যজ্ঞাদি সম্পাদন করে থাকেন। আমাদের ভারতীয় সমাজ জীবনে বেদ যে এক ঐতিহ্য বহন করে থাকে তা কোন মতে অস্বীকার করার মতো নয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈদিকতার ছোঁয়া স্পষ্ট, যা আধুনিক সমাজ প্রত্যেক মুহূর্ত সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এই প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থ বেদ, প্রাচীন মনীষীদের মূল্যবান নিদর্শনের কাছে আমরা ভারতীয়রা একনিষ্ঠ ভাবে ঋণী। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত বৈদিক বিষয় গুলি হয়ত বা সঠিক ভাবে মুল্যায়িত হইনি। বেদের এই বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার ও অফুরন্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় জ্ঞানী-গুনী মহাপুরুষ বিশ্বের দরবারে আজ গৌরবান্বীত।

বৈদিক যুগীয়ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাঃ

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানব জাতি ক্ষুদা নিবারনের জন্য ফল মূল ও শিকার করা কাঁচা মাংস খেয়ে জীবন যাপন করতো। পরবর্তী কালে মানুষ ক্রমে ক্রমে সভ্য হতে থাকে। সুনির্দিষ্ট ভাবে একটি উপযুক্ত স্থানে বাসস্থান গড়ে তুলে ছিল এবং পরিবার ও সমাজ নির্মাণ করে বসত করেছিল। দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ ক্রমাগত সভ্যতার অগ্রগতির ফলে ধীরে ধীরে মনুষ্য জাতির অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটছে। সভ্যতার ক্রম বিকাশে এক ধাপ এগিয়ে গেলো। শিকার করা কাঁচা মাংস ও বন্য ফলমূল খাওয়া পরিত্যাগ করে কৃষিকাজ ও পশু পালনে মনো নিবেশ করলো। এই ভাবে একটা সময় মানব কুলের কৃষি ও পশু পালন হয়ে উঠলো প্রধান ও মূল জীবিকা। অবশেষে পশুপালন ও কৃষিকাজ হয়ে উঠলো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল উৎস।

পেশা ও উপার্জন ব্যবস্থাঃ

বৈদিক জাতি কৃষি কাজ ও পশুপালন ছাড়াও অন্যান্য জীবিকার দ্বারাও জীবন অতিবাহিত করতেন। সমগ্র বৈদিক সাহিত্য অনুশীলনের মাধ্যমে জানা যায় যে, সেই সময় *তক্ষক* (কাঠের মিস্ত্রী), *কর্মার* (কামার), *ভিষক* (চিকিৎসক), *কুলল* (কুমোর), *নিষাদ* (পশুশিকারি), *বায়* (জামাকাপড় সেলাই মিস্ত্রী), কারুশিল্পী, রথকার, কৈবর্ত ইত্যাদি জীবিকার মানুষ গ্রহণ করেছিল। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে (১/১১২) এই সকল জীবিকার চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। তৎকালীন মানুষেরা স্বাধীনভাবে পেশাগুলি গ্রহণ করতো, জীবিকা গ্রহনের ক্ষেত্রে কোন বাধা ধরা নিয়ম ছিলনা। সকলে নিজের খুশি মতো জীবিকা গ্রহণ করতে পারত। তবে কিছু কিছু মানুষ সঙ্গবদ্ধ হয়ে কিছু জীবিকাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। যেমন— ছুতোর, কামার, কুমোর, ইত্যাদি নিচু শ্রেণীর লোক ছিল যারা নিজেরাই একটা করে জাতি তৈরি করে নিয়ে ছিল। অথর্ববেদের একটি সূক্তে (২/৫/৬) কর্মার বৃত্তির কথা বলা হয়েছে। অথর্ববেদে কর্মার, রথকার, ধীবর এই তিনটি পেশাকে কারিগরি বিদ্যাই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—

যে ধিবানো রথকারাঃ কর্মারা যে মনীষিণঃ।
উপস্তীন্ পর্ণ মহ্যম্ ত্বং সর্বান্ কৃণ্বভিতো জনান্‌।। (অথর্ববেদ-৯.৩.১৯)

এছাড়াও তন্তুবায় ও তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে নানা তথ্য বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়[1]। সিন্ধু নদীর বর্ণনা প্রসঙ্গে সুতি ও পশমের (উর্ণা) কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণে সিন্ধুকে *'উর্ণাবতী'* ও *'সুবাসা'* নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে[2]। বৈদিক যুগে কৃষিজাত দ্রব্য এবং শিল্পজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের কথা জানা যায়। সেই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতো তাদের *'বণিক'* বলা হতো। আর যারা এই কর্মে যুক্ত থাকতো তাদের *'বাণিজ্যা'* বলা হতো। প্রাচীন কালে পনি নামে এক শ্রেণীর বনিক জাতি স্থল ও জল পথে ব্যবসা-

বাণিজ্য চালাত। অথর্ববেদে[3] *দূর্শ* (বস্ত্র), *পবন্ত* (চাদর এবং অজিন চর্ম) ক্রয় করার উল্লেখ আছে। সমুদ্র পথে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাও জানা যায়। যদিও ব্যপারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন বৈদিকরা সমুদ্রের সাথে পরিচিত ছিলেন না। কারন ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে নৌকা ছাড়াও একশত দাঁড় যুক্ত *'শতারিত্রা'* নামে এক প্রকার বৃহৎ নৌকার কথা জানতে পারা যায়[4]। এগুলিকে *'পতত্রি'* বলা হয়েছে। এখানে *'পতত্রি'* অর্থাৎ পালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

আবার বরুণ দেবের স্তুতি করার সময় শুনঃশেপ ঋষি বলেছেন—

'বেদা বনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাম্, বেদা নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ। (ঋগ্বেদ-১/১৫/৭)

সুতরাং বৈদিক যুগের মানুষেরা সমুদ্রের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিতি ছিলেন এ ব্যপারে সন্দেহ নেই। সুতরাং বৈদিকরা জাহাজে করে সমুদ্র পারাপার করে ব্যবসা বাণিজ্য করতো। অথর্ববেদে একটি সূক্তে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভের কথাও জানা যায়।

অর্থনৈতিক লেন-দেনঃ

প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ঐতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য করে এসেছে। জিনিসের পরিবর্তে জিনিস দেওয়া ও নেওয়ার প্রথা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই চলে আসছে। এটি ছিল সহজ সরল দ্রব্য বিনিময়ের যুগ। কালক্রমে সমাজ জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে, ফলে বিনিময় প্রথা ক্রমশ পরিবর্তন হতে থাকে। বৈদিক যুগের প্রথমার্ধে বিনিময়ের একমাত্র অবলম্বন ছিল গরু। বৈদিকদের কাছে গরুই ছিল এক মাত্র ধনসম্পত্তি। এই জন্যই গরুকে গো-ধন বলা হতো। গরু দিয়ে দক্ষিণা প্রদান করা হত, এ ছাড়াও বিজয়ীর পুরস্কার স্বরুপ গরু দান করার প্রথাও প্রচলিত ছিল। অনেক সময় গরু দিয়ে সোম কেনা হত। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে ধাতুর মুদ্রা কেনা-বেচার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হতো, পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে ধাতব মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। এই মুদ্রাই সভ্যতার অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। শুধু যে ধাতব মুদ্রার প্রচলন ছিল তা নয়, সোনা ও রুপোর মুদ্রাও প্রচলিত ছিল। তবে সোনার মুদ্রার প্রচলন নিয়ে বিতর্ক রয়েই গেছে। কিন্তু আমরা *'নিষ্ক'* ও *'মনা'* নামক দুটি মুদ্রার কথা বৈদিক সাহিত্য থেকে জানতে পারি। অথর্ববেদের বহু জায়গাতে 'নিষ্ক' শব্দটি পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে 'মনা' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। '*নিষ্ক*-এর বিষয়ে ম্যাকডোনেল ও কীথের মতবাদ[5] লক্ষ্য করা যেতে পারে। অধ্যাপক নারায়াণ চন্দ্র বন্ধ্যোপাধ্যায়ের মতে এটি সোনার টাকা বিশেষ ছিল।

অর্থনৈতিক উৎসঃ

বৈদিক গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন জায়গায় বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন সময়ের অর্থনৈতিক উৎস গুলির মধ্যে অন্যতম হল কৃষি, পশুপালন, ব্যবসা, বাণিজ্য ও নানান জীবিকা। এই সকল জীবিকার বিষয়ে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

কৃষি—

ভারত একটি কৃষি প্রধান দেশ। শস্য-শ্যামলা, সুজলা-সুফলা, সবুজের সমারোহে পরিপূর্ণ একটি দেশ। ভারতবর্ষ সাধারণত কৃষি নির্ভর দেশ তাই ভূমির গুরুত্ব ভারতীয়দের নিকটে অপরিসীম। ভারতীয়রা ভূমিকে *'মাতৃ'* বলে সম্বোধন করে। বৈদিকরা মনে করতেন মানুষের মঙ্গলের জন্য দেবতারা কৃষিকার্যের সূচনা করেছিলেন। কৃষির মূল উপাদানই *'ভূমি'* বা '*মাটি*' যা আমরা যজুর্বেদে দেখতে পাই— '*ভূমিরাবপং মহৎ*' অর্থাৎ কৃষির মূল উৎস ভূমি বা জমি, ভূমিই কৃষিকে ধারন করে আছে[6]। যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতাই উর্বরা ভূমিকে এবং সেখান থেকে উৎপন্ন ফসলকে প্রণাম করা হয়েছে বলা— '*নমঃ উর্বরায় চ খল্যায় চ*'। এখানে *'উর্বরায়'* পদটি উবট ও মহীধর একই অর্থে ব্যবহার করে বলেছেন— 'উরবরঃ সীতয়োঃ সর্বসস্যাঢ্যয়োঃ সীতয়োর্লাঙ্গলমার্গগ্বয়োরন্তরম্' এবং 'উর্বরা সর্বসস্যাঢ্যা ভূঃ তত্র ধাণ্যরুপেণ ভব' অর্থাৎ এমন এক ভূমি যেখানে সকল শস্য উৎপন্ন হয়। অথর্বেদে বলা হয়েছে যে উর্বরা ভূমিতে বপন করা বীজ সঠিক ভাবে অঙ্কুরিত হয়— *'যথা বীজমুর্বরায়াং কৃষ্টে ফালেন রহিত'*। শতপথ ব্রাহ্মণে কৃষি জমিকে

'ক্ষেত্র' বা *'উর্বরা'* বলা হয়েছে[7]। এই সব সংহিতাতেও অনুরূপ মন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। যেখানে একই প্রকার জলের উৎস এবং সাধনের কথা বলা হয়েছে। তবে অপর একটি মন্ত্রে হ্রদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথর্ববেদে জলের উৎস সম্পর্ক একটি সূক্ত[8] পাওয়া যায়। অপর আরও একটি মন্ত্রে[9] বলা হয়েছে যে কৃষি জমিই এক মাত্র ভারি বর্ষণ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। ভারী বর্ষণের দরুন জমিতে যব, ধান ও তৃণাদি উৎপাদিত হয় এ কথা অথর্ববেদে উক্ত হয়েছে। এছাড়াও এই বেদে যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে বৃষ্টি আনয়নের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

'তস্মাতাং যজ্ঞং বহুধা বিসৃষ্টা আনন্দি নীরোষধয়ো ভবন্তু'। (অথর্ববেদ-৪/১৫/১৬)

অর্থাৎ যখন বৃষ্টির প্রয়োজন হয় তখন সকল প্রকার যজ্ঞ নানান ভাবে সম্পাদন করা উচিত। প্রাচীন বৈদিক যুগের কৃষকেরা চাষবাসের বিভিন্ন বিধি-বিধান ও রীতি-নীতির বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। রীতি গুলি ছিল নিম্নরূপ- *কৃষন্তঃ* (কর্ষণ), *বপন্তঃ* (বীজ বপন), *লুসন্তঃ* (শস্য ছেদন), *মৃণন্তঃ* (শস্য ঝাড়া) ইত্যাদি। কৃষির প্রথম এবং প্রধান রীতি হল ভূমি কর্ষণ করা বা জমি চোষা। ভূমি কর্ষণের মাধ্যমে জমিকে চাষের উপযোগী করে তুলতে হয়। সর্বাগ্রে *'বিল্ব'* (বেল) অথবা *'উদুম্বর'* (ডুমুর) গাছের কাঠ দ্বারা তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ যুক্ত একটি শক্ত দণ্ড নির্মাণ করা হতো এবং এটা দিয়ে ভূমি কর্ষণ করা হতো[10]। ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে বলা আছে যে অশ্বিনীদ্বয় লাঙ্গল সহ যোগে জমি চাষ করার কথা বলেছিলেন[11]। আধুনিক কালের মতো প্রাচীন কালেও লাঙ্গল ও বলদের প্রচলন ছিল[12]। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—

'যুনং সীরা বি যুগা তনধ্বং কৃতে যোনো বপতেহ বীজম্'। (ঋগবেদ-১০/১০১/৩)

সম্ভবত এখানে *'সীরা'* পদটি বা *'লাঙ্গল'* বা *'হল'* অর্থের দ্যোতক। *'যুগা'* পদটির অর্থ *'জোয়াল'* যেটি লাঙ্গলের অগ্রভাগে প্রযুক্ত হয়। গরুর সঙ্গে লাঙ্গল ও লাঙ্গলের সঙ্গে জোয়াল সংযোজনের কথা উক্ত মন্ত্রে বলা হয়েছে। অথর্ববেদে ফসল কর্তণের পূর্বে কৃষকদের আনন্দের একটি প্রাণচ্ছল রমণীয় বর্ণনা পাওয়া যায়। কাঁটা ফসল ছোট ছোট আটি (পর্ষ) করে বেঁধে খামারে (খইলান) নিয়ে যেত[13]। অথর্ববেদ থেকে জানা যায় ফসলকে উখলের মধ্যে রেখে মূসল দিয়ে কোটা হতো। পরে সেই কোটা শস্য চালুনি দিয়ে ঝাড়া হতো। পশুর গোবরকে (গোময়) প্রাকৃতিক সার হিসেবে ব্যবহার করার কথা অথর্ব বেদ থেকে জানা যায়। *'করীষিনীম্'*[14] বলতে অথর্ববেদে গোবর সারকে প্রকৃতি জাত *উর্বর* (জৈব-সার) রূপে গণ্য করা হয়েছে। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে কৃষি কাজ না করা মানুষ গুলোকে ব্রাত্য বলা হতো, এঁদের নিচু নজরে দেখা হতো।

পশু পালন—

বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী সাহিত্য থেকে জানা যায় যে বৈদিক যুগীয় মানুষদের কৃষি কাজের পাশাপাশি পশুপালনের প্রতিও ঝোঁক ছিল। এমন কি অনেকে পশু পালন করেও জীবিকা নির্বাহ করতো। এই থেকে আনুমান করা যায় যে প্রাচীন কালের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষি ও পশুপালন নির্ভর। বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায় পশু গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-গ্রাম্য পশু অর্থাৎ গৃহে পালনীয় পশু ও বন্য পশু। অথর্ববেদে গাই, অশ্ব, অজ, অবি ইত্যদি পশুর কথা জানা যায়। এছাড়াও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সাত প্রকার পশুর কথা বলা হয়েছে— অজ, অশ্ব, গাই, মহিষ, বরাহ, হস্তী ও অশ্বতরী (খচ্চর)। বৈদিক যুগে গ্রাম্য প্রধান ও গৃহ পালিত পশুর মধ্যে গাই গরুর স্থান সর্বচ্চ। সেই সময়ের মানুষ গুলো গো-সম্পদ বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। গো-সম্পদের পুষ্টি গুন ও সুস্থ থাকার জন্য পুষা দেবতার নিকটে প্রার্থনা করতেন। তবে দ্রব্য পরিবহণের জন্য বলদ, উট, গাধা, মহিষ, ঘোড়াকে ব্যবহার করা হতো।

ব্যবসা বাণিজ্য ও বিভিন্ন জীবিকাঃ

বৈদিক যুগে পশু পালন ও কৃষি কাজ ছাড়াও ব্যবসা বাণিজ্যের কথাও জানা জায়। তবে কৃষি ও পশু পালন ছিল প্রধান দেশজ উৎপাদনের উৎস। তার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ গুলো স্বদেশে উৎপাদিত হত, এর ফলে কিছু শিল্পও গড়ে উঠেছিল। কিছু কিছু কৃষি ভিত্তিক শিল্পায়নের

সূচনা হয়েছিল। যা সভ্যতার গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। বৈদিক সাহিত্যে বিভিন্ন স্থানে বস্ত্র ব্যবহারের কথাও জানা যায়। সেই সময় কয়েকটি বয়ন শিল্প, লাক্ষা শিল্প, সোমরস নিষ্কাশন শিল্প, সুরা উৎপাদন শিল্পও গড়ে উঠেছিল। সেই সময় যেহেতু যাগ-যজ্ঞের বহুল প্রচলিত ছিল সেহেতু যজ্ঞের উপকরণ নির্মাণের শিল্পও গড়ে উঠেছিল। যত গুলি শিল্পের নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে বয়ন শিল্পের মহত্ত্বপূর্ণ স্থান ছিল। যজুর্বেদে[15] ব্যবসা-বানিজ্যের দ্বারা উন্নতি লাভ করেছে এমন বহু নগরের নাম পাওয়া যায়। বৈদিকরা সমুদ্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে পরিচিত ছিল ও বণিক শ্রেণীর মানুষেরা ব্যবসা-বানিজ্যের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পর্ক যুক্ত ছিল, এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। জানা যায় যে বণিক শ্রেণীর লোকেরা সমুদ্র যাত্রা করে ব্যবসা-বানিজ্য করতে বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিতেন। ঋগ্বেদে চারটি সমুদ্রের নাম পাওয়া যায়, যেখানে সোমদেবের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে—

'রায়ঃ সমুদ্রাংশ্চতুরঽস্মভ্যাং সোম বিশ্বতঃ আ পবস্ব সহস্রিণঃ'। (ঋগবেদ-৯/৩৩/৬)

'চতুঃ সমুদ্রং ধরুং রোঘীণাম'। (ঋগবেদ-১০/৪৭/২)

এই থেকে প্রমাণিত হয় যে বৈদিকরা দূর-দূরান্তে যাত্রা করতো ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য এবং বহু বৈদেশিক দ্রব্য ও পণ্য সংগ্রহ করতো। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে বৈদিক কাল থেকেই আমদানি রপ্তানির প্রচলন ছিল।

মূল্যায়নঃ

প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ অলৌকিক ক্ষমতা বলে এই বিশাল বেদ রাশিকে দর্শন করেছেন। বেদ বিহিত জ্ঞান রাশিকে মানব কল্যাণে অর্পণ করেছেন। বেদ কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানই নয়, নিত্য নতুন জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে শিক্ষা লাভের আকর গ্রন্থ। অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী জ্ঞানের সন্ধান দেয়। বৈদিক সামাজিক অবস্থাকে সর্বাঙ্গীণ পর্যালোচনা করে বলা যায় তৎকালীন সামাজিক, পারিবারিক, জীবনের মূল ভিত্তি ছিল এই অর্থনৈতিক উৎস। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ছিল উন্নত পর্যায়ের। আর এই উন্নতির প্রধান এবং মূল স্তম্ভ হল কৃষি ও পশু পালন। এর পাশাপাশি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক অর্থ। বৈদিক যুগের সমাজের উন্নতির প্রধান কারণ কৃষি কাজ। কৃষি কাজের সঙ্গে সঙ্গে পশু পালনের উপর বৈদিক সমাজ নির্ভরশীল ছিল। কৃষিজাত পণ্যের উপর ভর করেই অনেক কৃষি শিল্পও গড়ে উঠেছিল। অবশেষে বলা যায় বৈদিক যুগের অর্থনীতি ছিল সমৃদ্ধ ও মহত্ত্বপূর্ণ বটে।

Endnotes

1. নাহং তন্ত্ত ন বিজানাম্যোতুং ন যং বযন্তি সমরেঽতমানাঃ। (ঋগ্বেদ-৬/৯/২)
2. স্বসা সিন্ধুঃ সুরথা সুবাসা হিরন্যয়ী সুকৃতা বাজিনীবতী। উর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবত্যুতাধী বস্তে মুভগা মধুবৃধমম।। ঋগ্বেদ- (৫/৫২/৯)
3. অথর্ববেদ-৪/৭/৬
4. শতারিত্রাং নাবমাতস্থিবাংসম্। ঋগ্বেদ-(১/১১৬/৫)
5. 'As early as R.V. traces are seen of the use of as assort of currency for a singer celebrates the receipt of a hundred studs and a hundred niskas. He could hardly require the niskas as merely for purposes of personal adornment.' (Vedic Index 1, p-455)
6. আয়ুষে ত্বা বর্চসে ত্বা কৃষ্যৈ ত্বা ক্ষেমায় ত্বা (বাজসনেয়ী সংহিতা-১৪/২১)
7. ক্ষেত্রতরামিবব ব্রাহ্মণা উ হি নূন্যেনদ্যজ্ঞেরসিস্বদংতসপি জঘন্যে' (শতপথ ব্রাহ্মণ-১/৪/১৬)
8. শং নঃ আপো ধণ্বন্যা শমু সন্তনূপ্যাঃ। শং নঃ খনিত্রিমা আপঃ শমু যাঃ কুম্ভ আভৃতাঃ শিবা নঃ সনন্ত বার্ষিকী।। (অথর্ববেদ-১/৬/৪)
9. ন প্রভস্ব পৃথিবী ভিন্ধীদং দিব্যং নভঃ উদেগা দিব্যস্য নো ধাতরীশানো দিষ্যাদৃতিম (অথর্ববেদ-৭/১৮/১)
10. ঋগবেদের খিল সুক্ত-৫/২২/১২

11. যবংবৃকেনাশ্বিনাবপন্তেষংদুহন্তামনুষায়দস্রা অভিদস্যুংবকুরেনাধমোন্তরুজ্যোতিশ্চক্রথুরার্যায়া॥ (ঋগবেদ-১/১১৭/১৫)
12. উতওসমাহ্যমিন্দভিঃ ষড় যুক্তৌ অনুসেষিত্॥ গোভির্যবংনচর্কৃষতা॥ (ঋগবেদ-১/২৩/১৫)
13. ঋগবেদ-১০/৪৮
14. করীষিনীম ফলবতীং স্বধাম্-(অথর্ববেদ-১৯/৩১/৩)
15. বাজসনেয়ী সংহিতা-৩০/৬,৭,১১,১৭,২০

Bibliography

- দাস, ডঃ দেবকুমার. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস. ১০১ সি, বিবেকানন্দ রোড, কোলকাতা, 2016
- বসু, ডঃ যোগীরাজ. বেদের পরিচায়. ফার্মা কে. এল. এম. প্রায়ভেট লিমিটেড, ৫৬ বী, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট, কোলকাতা, 2014
- অনির্বাণ, উপনিষদ সমগ্র. ষষ্ঠ খন্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, বর্ধমান, 2007
- দত্ত, রমেশ্চন্দ্র. ঋগ্বেদ সংহিতা. হরফ প্রকাশনী, কোলকাতা, 1383
- চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন. বেদ মহিমা. (প্রথম খন্ড), গ্রন্থাকার বৈদ্যপাড়া, বৈদ্যবাটি, হুগলি, 2012
- সেন, আলোক. বেদসমগ্র. নারায়ণ পুস্তকালয় প্রকাশন, কোলকাতা, 2013
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি. বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা. সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, বিধান নগর সরনী, কোলকাতা, 2003
- আচার্য, সবিতা. বৈদিক সাহিত্য কোষ. অর্পিতা প্রকাশনী, কোলকাতা, 2018
- গোপ, যুধিষ্ঠির. বৈদিক সাহিত্যে পরিচয়. সংস্কৃত বুক ডিপো, ৮১/১ বিধান সরনী, কোলকাতা, 2003
- গোস্বামী, বিজয়বিহারী. যজুর্বেদ-সংহিতা, হরপ প্রকাশনী, কোলকাতা, 1385
- Macdonell and Keith, Vedic Index (name and subjects). Vol-1, London Murry Publication, Robert University of Toronto.

———